চোখ ধাঁধানো গ্রাফিক্স ও চমৎকার পারফরম্যান্সে আসছে উইন্ডোজ ৮

মেহেদী হাসান

১৯৮৩ সালে উইন্ডোজ ১.০ দিয়ে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের যাত্রা শুরু। তারপর পেরিয়ে গেছে ২৯ বছর। সময় ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ববাসীকে একের পর এক অসাধারণ কিছু অপারেটিং সিস্টেম উপহার দিয়ে চলেছে মাইক্রোসফট। সময়ের সাথে বেড়েছে নতুন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সবকিছু মাথায় রেখে মাইক্রোসফট ঘোষণা দিয়েছে তাদের উইন্ডোজ পরিবারের নতুন সদস্য উইন্ডোজ ৮ বাজারে আসছে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৮-এর

Windows 8

প্রথম স্বাদ মানুষকে দেওয়ার জন্য এ বছর ফেব্রুয়ারির ২৯ তারিখে একই সাথে উন্মুক্ত করেছে উইন্ডোজ ৮ কনজিউমার প্রিভিউ এবং ডেভেলপার প্রিভিউ। উইন্ডোজের এই দুটি সংস্করণ যথাক্রমে সাধারণ ব্যবহারকারী এবং সফটওয়্যার নির্মাতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। যেকেউ বিনামূল্যে মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে নামিয়ে নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমের স্বাদ নিতে পারেন (http://goo.gl/j1aLv)।

নতুন এই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে পুরনো সুবিধাগুলোর হালনাগাদ তো থাকছেই, সাথে থাকছে আনকোরা নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড় প্রায় তিনশ' নতুন সুবিধা যোগ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো এআরএমভিত্তিক মাইক্রোপ্রসেসরেও চলবে মাইক্রোসফটের এই অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজের আগের সংস্করণগুলো শুধু ইন্টেল এবং এএমডি মাইক্রোপ্রসেসর সমর্থন করত। ফলে আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহারকারী উইন্ডোজ ৮ ব্যবহার করতে পারবেন। এবার জেনে নেয়া যাক উইন্ডোজ ৮-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা।

মেট্রো ইউজার ইন্টারফেস

চোখ ধাঁধানো গ্রাফিক্স ও চমৎকার ব্যবস্থাপনায় মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৮-এর নতুন এই ইউজার ইন্টারফেসের নাম দিয়েছে মেট্রো। কমপিউটার অন করার সাথে সাথে মনিটরের পর্দায় 'স্টার্ট স্ক্রিন' দেখাবে, যেখানে কমপিউটার ব্যবস্থাপনার জন্য যাবতীয় প্রোগ্রাম একই পর্দায় হাতের নাগালে থাকবে। আগের সংস্করণগুলোর মতো নতুন উইন্ডোজে স্টার্ট বোতাম থাকছে না, স্টার্ট স্ক্রিন নামের নতুন এই উইন্ডোতে আগের সব সুবিধা পাবেন। এখানে প্রোগ্রামগুলো বিভাগ অনুযায়ী টাইল আকারে

প্রদর্শন করবে। সেই সাথে চমৎকার অ্যানিমেশন আপনাকে ভিন্নমাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে। উইন্ডোজ ৮-এ নতুন লক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যেখানে লক করা অবস্থায় মনিটরে তারিখ, সময়, নোটিফিকেশন ও পরিবর্তনযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাবে। টাচস্ক্রিন ডিভাইস ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজ ৮ ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা পাবেন। মূলত টাচস্ক্রিন ডিভাইসে ব্যবহারের জন্যই মেট্রো পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়। টাচস্ক্রিনে আপনি হাত দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে সফটওয়্যারগুলো সাজাতে পারবেন। আবার মেট্রো পদ্ধতি ছেড়ে আগের সংস্করণগুলোর মতো ডেস্কটপে যাওয়ার সুবিধাও পাবেন।

উইন্ডোজ স্টোর

প্রথমবারের মতো বিশাল সফটওয়্যার ভান্ডারসহ উইন্ডোজ স্টোর চালু করতে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। অনেকের মতে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরের জবাবে মাইক্রোসফট নতুন এই সুবিধা উইন্ডোজ ৮ গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। উইন্ডোজ স্টোর ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ লাইভ আইডির মতো একটি মাইক্রোসফট আইডি লাগবে। এটি উইন্ডোজভিত্তিক সফটওয়্যার নির্মাতাদের জন্য নতুন একটি অনলাইন বাজার, যেখানে তারা তাদের তৈরি সফটওয়্যার নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করতে পারবেন। কেউ উইন্ডোজ স্টোরের মাধ্যমে তাদের সফটওয়্যার বিনামূল্যেও সরবরাহ করতে পারবেন। তবে এখন পর্যন্ত কনজিউমার প্রিভিউ সংস্করণের সব সফটওয়্যার বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সফটওয়্যারের পাশাপাশি বিনামূল্যে অনেক গেমও নামিয়ে নিতে পারবেন। উইন্ডোজ স্টোরের আরেকটি সুবিধা– এখানে সব সফটওয়্যার ও গেম সুনির্দিষ্ট বিভাগ অনুযায়ী মেট্রো পদ্ধতিতে সাজানো আছে। ফলে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া প্রতিটি সফটওয়্যারের পাশে ব্যবহারকারীর রেটিং ও মন্তব্য থাকবে, যা থেকে সহজেই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

নতুন লগঅন পদ্ধতি

উইন্ডোজ ৮-এ লগঅন করার জন্য আগের পদ্ধতির পাশাপাশি পিন কোড ও পিকচার পাসওয়ার্ড নামে নতুন দুটি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৪ অঙ্কের পিন কোড পদ্ধতি প্রধানত ট্যাবলেট কমপিউটারের জন্য তৈরি করা হয়েছে তবে ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। আর পিকচার

পাসওয়ার্ড পদ্ধতিতে কোনো ছবির আগে নির্ধারণ করা কিছু অংশে মাউসের সাহায্যে উল্লেখ করে দেখাতে হয় বা ছবিতে টাচ করে নির্দেশ করতে হয়। তবে পরপর পাঁচবার ভুল পাসওয়ার্ড দিলে কমপিউটার লক হয়ে যাবে। ইউটিউবের এই ভিডিওতে (http://goo.gl/ut1ZN) আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মাইক্রোসফট দাবি করেছে, এভাবে আগের লগঅন পদ্ধতি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ দ্রুতগতিতে লগঅন করা যাবে।

নতুন স্টার্ট বোতাম চার্ম

উইন্ডোজের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য স্টার্ট বোতাম নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমে থাকছে না। স্টার্ট মেনুর পরিবর্তে নতুন এই মেনুর নাম দেয়া হয়েছে চার্ম। ট্যাবলেট পিসিগুলোতে স্পর্শকাতর পর্দার ডান পাশে এবং ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কমপিউটারে নিচের বাম কোনা থেকে মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করে চার্ম খোলা যাবে।

ইউএসবি ৩.০ সমর্থন করবে

যদিও উইন্ডোজ সেভেনে ইউএসবি ৩.০ সমর্থন করত, কিন্তু তার জন্য তৃতীয় পক্ষের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হতো। নতুন উইন্ডোজে এই ঝামেলা থাকছে না। উইন্ডোজ ৮-এর প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা ডিরেক্টর একটি ব্লগ পোস্টে লেখেন-'আশা করা যাচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যেই সব নতুন কমপিউটারে ইউএসবি ৩.০ পোর্ট থাকবে এবং শুধু ওই এক বছরেই প্রায় ২০০ কোটি দ্রুতগতিসম্পন্ন ইউএসবি ডিভাইস বাজারে বিক্রি হবে। কিন্তু তারপরও অনেক শত-কোটি পুরনো ইউএসবি ডিভাইস থেকে যাবে। সেগুলোও উইন্ডোজের নতুন সংস্করণ সমর্থন করবে।'

ফাইল কপি করা হবে আরও কার্যকর

উইন্ডোজ ৮-এর একাধিক ফাইল কপি করার জন্য একটিই ডায়ালগবক্স খোলা থাকবে। সেখানে প্রতিটি ফাইল আলাদাভাবে কপি হবে এবং প্রতিটি ফাইলের কপি সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে দেয়া থাকবে। সেখানে প্রতিটি

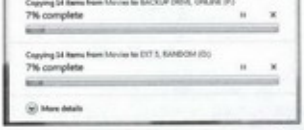

ফাইল আলাদাভাবে স্থগিত করা, আবার কপি চালু করা এবং কপি বন্ধ করা যাবে। মোটকথা উইন্ডোজের আগের সংস্করণগুলোতে ফাইল কপি করার সুবিধার্থে জনপ্রিয় সফটওয়্যার টেরাকপির সব কাজ উইন্ডোজ ৮ নিজেই করতে পারবে কোনোরকম সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই।

থাকছে পুরনো ডেস্কটপ ব্যবহারের সুযোগ

পুরনোকে আঁকড়ে যারা পড়ে থাকতে চান তাদের জন্য মেট্রো ইন্টারফেস থেকে পুরনো সংস্করণের ডেস্কটপে যাওয়ার সুযোগ থাকছে নতুন এই উইন্ডোজে। স্টার্ট স্ক্রিনের একটি টাইলে এই সুবিধা সংযুক্ত থাকছে। তবে এই ডেস্কটপের সাথে আগের সংস্করণের ডেস্কটপের কিছু পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। যেমন স্টার্ট বোতাম থাকছে না। তা ছাড়া টাস্কবারে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নতুন টাস্ক ম্যানেজার

অবশেষে মাইক্রোসফট তাদের উইন্ডোজের টাস্ক ম্যানেজারে পরিবর্তন এনেছে। সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য সাধারণ এবং অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীর জন্য বিস্তারিত টাস্ক ম্যানেজার থাকছে, যেখানে আপনার সিপিইউ, র‍্যাম, মেট্রো অ্যাপ ইতিহাস, এমনকি স্টার্টআপ অপশন খুঁজে পাবেন। যেসব অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনার কমপিউটারের বুট সময়কে দীর্ঘায়িত করে সেগুলো এখানে থেকে বাদ দিয়ে কমপিউটার করতে পারেন আরও গতিময়।

নতুন অ্যাপস বা সফটওয়্যার থাকছে নতুন উইন্ডোজের সাথে

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের চিরাচরিত কিছু সফটওয়্যারের তালিকায় নতুন যুক্ত হচ্ছে কিছু অ্যাপস বা সফটওয়্যার। এগুলো উইন্ডোজ ইনস্টলেশন প্যাকেজের সাথে আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত করা থাকবে। ফলে কোনো ঝামেলা ছাড়াই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন নতুন এই সফটওয়্যারগুলো। এবারের সফটওয়্যারের তালিকায় থাকছে মেইল, ফটোজ, ওয়েদার, ফাইন্যান্স, ম্যাপস, পিপল, ক্যালেন্ডার, ভিডিও, মেসেজিং, মিউজিকসহ আরও কিছু।

যেকোনো খোলা উইন্ডো বন্ধ করা যাবে ড্র্যাগ করে

কোনো সফটওয়্যার বা খোলা উইন্ডো বন্ধ করতে পারবেন ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে। মূলত সুবিধাটি ট্যাবলেট পিসির জন্য। চলমান কোনো সফটওয়্যারের ওপর আঙুল দিয়ে টেনে নিয়ে টাস্কবারের নিচে নামিয়ে দিলে সুন্দর অ্যানিমেশনসহ সেটি বন্ধ হয়ে যাবে।

টাস্কবার সাজানো হয়েছে নতুন করে

অন্যান্য উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মতো এখানেও থাকছে টাস্কবার ব্যবহারের সুবিধা। তবে কিছু সম্পাদনাসহ নতুনত্ব আনা হয়েছে। ডুয়াল মনিটরে আপনি দুটি পর্দার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যার টাস্কবারে রাখতে পারবেন। স্টার্ট বোতাম তো থাকছেই না, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ক্লিকযোগ্য একটি বোতাম, যাতে ক্লিক করে স্টার্ট স্ক্রিন খুলতে পারবেন। এ ছাড়া পারবেন দুটি পর্দার জন্য দুটি ওয়ালপেপার নির্বাচন করতে বা একই ওয়ালপেপার দুই পর্দাজুড়ে রাখতে।

মাইক্রোসফট আইডি সংযোজন

আগের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে আরেকটি বড় পার্থক্য হলো কমপিউটারের ইউজার আইডির সাথে আপনার মাইক্রোসফট আইডি সংযোজন করতে পারবেন। ফলে আপনার কমপিউটার ক্র্যাশ হলেও থাকছে না কোনো ভয়। সহজেই আগের উইন্ডোজ সেটিংস? এবং ফাইল পাবেন মাইক্রোসফট আইডি দিয়ে লগইন করে।

আপনার ভ্রমণের সঙ্গী হবে উইন্ডোজ ৮

আপনি ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক কাজে নিজের শহর বা দেশের বাইরে যেতেই পারেন। সবসময় হয়ত সাথে করে ব্যক্তিগত কমপিউটারটি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ টু গো নামের নতুন এই সুবিধায় উইন্ডোজ থাকবে আপনারই সাথে। সে ক্ষেত্রে আপনাকে উইন্ডোজ ৮-এর একটি বুটেবল ইউএসবি ফ্ল্যাশড্রাইভ তৈরি করতে হবে, যার ভেতরে উইন্ডোজ তো থাকবেই, সাথে থাকবে আপনার সেটিংস?, ফাইল ও নির্বাচিত প্রোগ্রাম। আশা করা যাচ্ছে ইউএসবি ২.০ ও ৩.০ দুটিতেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। উইন্ডোজ চলাকালীন সময় ইউএসবি ডিভাইসটি খুলে ফেললে সেখানেই উইন্ডোজ থেমে যাবে এবং পরে এক মিনিটের মধ্যে আবার প্রবেশ করালে সেখান থেকে উইন্ডোজ চলবে, যেখানে থেমেছিল।

কমপিউটার চালু হবে আরও কম সময়ে

মাইক্রোসফটের ঘোষণা অনুযায়ী কমপিউটার চালু হবে আরও কম সময়ে। অর্থাৎ বুটিং সময় কমিয়ে আনা হয়েছে। কমপিউটার বন্ধের সময় উইন্ডোজ কার্নেলের স্মৃতি হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করে রাখবে এবং চালু করার সময় হার্ডডিস্ক থেকে কার্নেল স্মৃতি সচল করবে।

থাকবে পরিবর্তনযোগ্য আকারের দুটি ভার্চুয়াল কিবোর্ড

টাচস্ক্রিন ডিভাইসের জন্য ভার্চুয়াল অন-স্ক্রিন কিবোর্ড ছিল আগের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে। উইন্ডোজ ৮-এ সেরকম একটি কিবোর্ড থাকছে, সাথে থাকছে আরও একটি ভার্চুয়াল থাম্ব কিবোর্ড। এই নতুন সংযোজনে বোতামগুলো থাকবে পর্দার দুই পাশে। বোতামগুলো যদি আপনার হাতের আঙুলের মাপে খাপ না খায় তাহলে সেগুলোর আকার পরিবর্তন করে নিতে পারবেন।

উইন্ডোজ ৮-এর নতুন অনেক সুবিধার গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখানে দেখানো হলো। আরও কিছু আছে যা আপনি নিজে ব্যবহার করে জানবেন। উইন্ডোজ ৮ হবে আরও দ্রুতগতির, আরও অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি। এত কিছুর পরও উইন্ডোজ ৮ চালাতে আপনার পিসির কনফিগারেশন যে অনেক বেশি হতে হবে, তা কিন্তু নয়। উইন্ডোজ ৭ চলার উপযোগী কমপিউটারে অনায়াসেই চলবে উইন্ডোজ ৮। সব মিলিয়ে আপনার সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটাবে। অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও উইন্ডোজ ৮-এর পূর্ণ সংস্করণ কবে উন্মুক্ত হবে সে সম্পর্কে মাইক্রোসফট স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম মানুষকে নতুন কী দেবে তাই-ই এখন বিবেচ্য বিষয়।

ফিডব্যাক : contact@mhasan.me